বণিক বার্তা

তারিখ 17 JAN 2015
পৃষ্ঠা ২ ম ৭

# প্রাথমিকে শিক্ষার্থীদের থেকে অবৈধ ফি আদায় চলছেই

কৌশিক দে, খুলনা ▷

"প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোনো ধরনের ফি বা অর্থ আদায়ের নিয়ম নেই এবং এ ধরনের 'সুনির্দিষ্ট অভিযোগ' পাওয়া গেলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে"—এই উক্তির মধ্যেই যেন আটকে আছে দেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা। ফলে দেশের অন্য অনেক এলাকার মতো খুলনা জেলায়ও প্রায় প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অবৈধ অর্থ আদায় করা হচ্ছে। জেলার সব কটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনা মূল্যের বই বিতরণ ফি, প্রতিটি ক্লাসে ভর্তি ফি-সহ শ্রেণিভেদে ২০০ থেকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত দিতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের।

**খুলনায় সহস্রাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২০০ থেকে ৪০০ টাকা করে আদায়**

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের তথ্য মতে, খুলনা জেলায় সদ্য জাতীয়করণসহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা এক হাজার ১৩১। এর মধ্যে রূপসা উপজেলায় ৬৬টি, তেরখাদায় ৯৯, দাকোপে ১১৩, ফুলতলায় ৫৭, কয়রায় ১০৮, পাইকগাছায় ১৬৪; সদরে ১২৭, ডুমুরিয়ায় ১৯৮, দিঘলিয়ায় ৪৯ ও বটিয়াঘাটায় ১১৫টি বিদ্যালয় রয়েছে। এ ছাড়া অধিগ্রহণের তালিকাভুক্ত হয়েছে আরো ২৫টি বিদ্যালয়।

এসব উপজেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর বেশির ভাগই সরকারি নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে প্রথম-পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তি ফি, ছাড়পত্র ফি, পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ফির নামে অর্থ আদায় করছে। এর মধ্যে ভর্তি বাবদ নেওয়া হয় ৫০ টাকা; প্রতিটি পরীক্ষার ফি বাবদ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ২০ টাকা, তৃতীয় শ্রেণিতে ৩০ টাকা, চতুর্থ শ্রেণিতে ৩৫ টাকা ও পঞ্চম শ্রেণিতে ৪০ টাকা আদায় করা হয়। আবার কোথাও ছাড়পত্র ফি বাবদ ১০০ টাকা, সমাপনী পরীক্ষার সার্টিফিকেটে ৫০-১০০ টাকা আদায় করা হয়। বিনা মূল্যের পাঠ্যপুস্তকের জন্য পুরনো বই জমা ও অর্থ নেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে কোনো কোনো স্কুলের বিরুদ্ধে।

রূপসা উপজেলার শ্রীরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নয়নের নামে বর্তমানে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৫০ টাকা ভর্তি ফি, ডুমুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন বই বিতরণে শিক্ষার্থীপ্রতি ১১০ টাকা, রূপসার মেহেরুন্নেছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ফি বাবদ ২০-২৫ টাকা, বাগমারা দক্ষিণপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ফি ৩০ টাকা, ছাড়পত্র ফি ১০০ টাকা, সমাপনী পরীক্ষার সার্টিফিকেট উত্তোলন ফি হিসেবে ৫০-১০০ টাকা আদায় করা হয়।

বাগমারা দক্ষিণপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া মারিয়া আক্তার সানজিদার মা লাকি বেগম বলেন, 'গত ৫ জানুয়ারি মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করিয়েছি। এতে ভর্তি বাবদ ৩০ টাকা লেগেছে।'

ডুমুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কণিকা মণ্ডল বই বিতরণে অর্থ গ্রহণ প্রসঙ্গে বলেন, 'বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির নির্দেশে প্রতিবছর ভর্তির সময় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় হয়েছে। এটা দিয়ে স্কুলের আয়ার বেতন দেওয়া হয়।'

রূপসার মেহেরুন্নেছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাহেরা জুবিন জানান, ভর্তির সময় অভিভাবকরা খুশি হয়ে যে টাকা দেন সেই টাকা নেওয়া হয়। জোর দিয়ে কোনো অর্থ আদায় করা হচ্ছে না। রূপসার বাগমারা দক্ষিণপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেখ লুৎফর রহমান শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভর্তি ফি আদায়ের বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, 'স্কুলের উন্নয়ন ও শিক্ষার্থীদের জন্য এ অর্থ পরবর্তীতে ব্যয় করা হয়।'

খুলনায় সদ্য যোগ দেওয়া প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের উপপরিচালক এ কে এম গোলাম মোস্তফা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের কোনো অর্থ ব্যয় করতে হয় না। শিক্ষার্থীরা বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক, সার্টিফিকেটসহ সব সুবিধা পাবে। এ ছাড়া পুরনো বই ফেরত দেওয়ারও বিধান নেই। কিন্তু এসব বিষয়ে কেউ বা কোনো প্রতিষ্ঠান অর্থ আদায় করলে, সুনির্দিষ্ট অভিযোগে গেলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'